প্রথম আলো

19 October, 2012 Page: 15

টেকসই ব্যাংকিংয়ের সুফল এসএমই খাতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যাংকিং টেকসই ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করছে। এ ধরনের ব্যাংকিং থেকে অর্থায়নের ফলে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) থেকে প্রস্তুতকৃত পণ্যসেবা ব্যবসায় গত তিন বছরে ৭৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। আর সম্পদের দিক থেকে এসব ব্যবসায় প্রবৃদ্ধির হার ৬২ শতাংশ।

রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে শুরু হওয়া বিশ্বের টেকসই ব্যাংকগুলোর জোট গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ব্যাংকিং অন ভ্যালুজের (জিএবিভি) সভায় প্রকাশিত এক সমীক্ষায় এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার এই সভা শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা এসএমই ব্যবসায় ব্র্যাক ব্যাংকের অর্থায়নের প্রভাব নিরূপণের জন্য এই সমীক্ষাটি পরিচালনা করেন।

অনুষ্ঠানে অংশ নেন ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এ (রুমী) আলী, জিএবিভির সিনিয়র উপদেষ্টা ডেভিড করসলান্ড, অলটারনেটিভ ব্যাংক অব সুইজারল্যান্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মার্টিন রোনার, নেদারল্যান্ডের ট্রায়ওডস ব্যাংকের সিএফও ও নির্বাহী বোর্ডের সদস্য পিয়েরে অ্যাবি, যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক কোস্ট ব্যাংকের সালভাদর মেনজিভার, কানাডার ভ্যানসিটি ক্রেডিট ইউনিয়নের এসভিপি লিন্ডা মরিস এবং ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশের ব্যাংকাররা এতে যোগ দেন।

এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের ২০টি ব্যাংক এই টেকসই ব্যাংকগুলোর সংগঠনের সদস্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ব্র্যাক ব্যাংক ও ব্র্যাক মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি এই বৈশ্বিক সংগঠনের একমাত্র সদস্য।

এই প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে জিএবিভি সিনিয়র উপদেষ্টা ডেভিড করসলান্ড জানান, 'মানুষ, পৃথিবী ও মুনাফা—এই দর্শনের আলোকে প্রচলিত

ডেভিড করসলান্ড ও লিন্ডা মরিস

ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংকিং সুবিধার বাইরে থাকা তৃণমূল পর্যায়ের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির মূল স্রোতে নিয়ে আসার জন্য কাজ করার মাধ্যমে এক ধরনের মূল্যবোধের দরকার। আর ব্র্যাক ব্যাংক সেই কার্যক্রম পরিচালনা করে তারকাখ্যাতি পেয়েছে।

লিন্ডা মরিস বলেন, জোটে থাকা ব্যাংকগুলো ব্যাংকিং ব্যবসায় মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে চলে। অর্থায়নের সাহায্যে ব্যাংকিং সুবিধার বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান এবং পরিবেশ বিষয়ে কাজ করে টেকসই ব্যাংকগুলো। এই ব্যাংকগুলোরে সম্পদের পরিমাণ দুই হাজার ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার।

তাঁরা দুজনই জানান, ২০০৯ সালে জিএবিভির যাত্রা শুরু। তখন থেকেই এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের ২০টি ব্যাংক নিয়ে এই জোটের সদস্য। আগামী বছরের মধ্যে এই সংখ্যা ২৫-এ উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে জিএবিভির। আর ২০৫০ সালের মধ্যে এই ফোরামে সদস্যসংখ্যা ৩০ থেকে ৫০-এ নিয়ে যেতে চায় জিএবিভি।